চারু ও কারুকলার গুরুত্ব

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক মনীষী প্লেটো বলেছিলেন- Art should be the basis of education . প্লেটো কথাটা নিছক কথার কথা হিসেবে বলেন নাই। এ কথার পেছনে রয়েছে গভীর অন্তদৃষ্টি, স্বচ্ছ বাস্তবতা এবং স্পষ্ট মূল্যবোধ। উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে' Learning by and for doing something' -অর্থাৎ কোন কিছু করার মাধ্যমে কোন কিছু করার জন্য আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। আমরা যা কিছু শিখি-তা আমরা সুচারুরূপে কর্ম সম্পাদনের জন্যই শিখি। কর্ম ছাড়া সত্যিকার জ্ঞান অর্জন সম্ভব না।

সমাজ জীবনে আমরা যত কাজই করি না কেন তা কোন না কোন শিল্প কলার পর্যায়ভূক্ত। তার মধ্যে কিছু কাজ সাংসারিক প্রয়োজন মেটায় কিছু কাজ আবার সৌন্দর্য ক্ষুধা মেটায়।

শিশুর ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কিছু করার মাধ্যমেই প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কর্ম ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। মানসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সাথেই জড়িয়ে থাকে বিভিন্নমুখী কর্ম যার ফলে শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। আর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন। এ শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর সৃষ্টিশীল ও ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে এবং শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চারু ও কারুকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষাকে বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী ও কর্ম তৎপর করতে হলে চারু ও কারুকলার পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা দান সম্ভব না। উন্নত সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষায় চারু ও কারুকলা আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। চারু ও কারুকলার বাস্তব অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলামে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।এটাও স্বীকৃত হয়েছে যে চারু ও কারুকলা ব্যতিরেকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব না। তাই শিশুদের শৈশবকাল থেকেই চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষা দিলে জাতি পিছিয়ে থাকতে পারে না বরং শিক্ষার ভিত্তি হয় মজবুত।এ সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:

- শিশুর সৃজনী শক্তির বিকাশ ;
- শিখনফল অর্জনে সহায়তা ;
- দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সমস্যা সমাধানে;
- শিশুর মাংসপেশী নিয়ন্ত্রনে সহায়তা ;
- শিশুদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সহায়তা;
- শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ;
- শিশুর চঞ্চলতা হ্রাসে সহায়তা;
- শিশুদের আত্ম প্রত্যয়ী হিসেবে গড়া;
- পাঠে আনন্দ ও বৈচিত্রময় শিক্ষাদান;
- শব্দ পুঁজি বৃদ্ধি;
- শ্রেণি পাঠদানে একঘেয়েমিতা দূর করতে সহায়তা ;
- সংসার জীবনে সমস্যা সমাধানে;
- নান্দনিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা;
- বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পকলার মাধ্যমে কাজে লাগাতে সহায়তা;
- সভ্যতা, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন।